কেরানীগঞ্জ ১০০ মেগাওয়াট রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

কেরানীগঞ্জ, ঢাকা, রবিবার, ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪১৯, ২ ডিসেম্বর ২০১২

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

কেরানীগঞ্জে ১০০ মেগাওয়াট রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

ডিসেম্বর আমাদের বিজয়ের মাস। ১৯৭১ সালের এ মাসেই বাংলার অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ও রাজাকার-আলবদর-আলশামস্ কে পরাজিত করে বিজয় ছিনিয়ে আনে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমরা পাই একটি স্বাধীন ভূখন্ড, একটি লাল-সবুজের পতাকা, একটি পৃথক জাতীয় সঙ্গীত।

আমি জাতির পিতাকে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ৩০ লক্ষ বাঙালি, দুই লক্ষ নির্যাতিত মা-বোন, জাতীয় চার নেতাসহ পরবর্তীতে গণতন্ত্র রক্ষার আন্দোলন-সংগ্রামে নিহত আওয়ামী লীগের শত শত নেতাকর্মীকে স্মরণ করছি। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।

সুধিমন্ডলী,

আমরা ২০০৯ সালে সরকারের দায়িত্ব নেয়ার সময় দেশের আর্থ-সামাজিক খাতগুলোতে যে ভয়াবহ পরিস্থিতি বিরাজ করছিল তা আপনাদের জানা আছে। জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্য। ব্যবসায়ী-বিনিয়োগকারীরা ঘরছাড়া। বিদ্যুতের লোডশেডিং-এ জনজীবন বিপর্যস্ত। অথচ ২০০১ সালের জুলাইয়ে আমরা যখন ক্ষমতা হস্তান্তর করি, তখন মূল্যস্ফীতি ছিল ১ দশমিক ৫৯ শতাংশ। দেমী-বিদেশী ব্যাপক বিনিয়োগ হয়। রপ্তানিতে ১৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হয় ৬ দশমিক ২ শতাংশ। দেশ খাদ্যে উদ্বৃত্ত হয়। স্বাক্ষরতার হার ৬৫ দশমিক ৫ শতাংশে উন্নীত হয়। গ্রামীণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে দেশব্যাপী কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ করি।

বিদ্যুৎ উৎপাদন ১৬০০ মেগাওয়াট থেকে ৪৩০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করি। আমরাই প্রথম বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের নীতিমালা প্রণয়ন করি। বিদ্যুৎ উৎপাদনে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সক্ষম হই। সিস্টেম লস কমিয়ে আনি। শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনি। রাজস্ব আদায় বাড়ে।

২০০৯ সালে এসে দেখি, দেশের সব অর্জনেই পুরোপুরি ইউ-টার্ন অবস্থা। বিদ্যুৎ উৎপাদন ৩২০০ মেগাওয়াটে নেমে গেছে। চালের কেজি ৪০-৪২ টাকা। মূল্যস্ফীতি ১৩ শতাংশ। রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ঝিমিয়ে পড়েছে। স্বাক্ষরতার হার ৫০ শতাংশে নেমে এসেছে। বেকারত্ব বেড়েছে। সমাজে অস্থিরতা। তাই জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে আমরা আবার কর্মযজ্ঞ শুরু করি।

বিগত প্রায় ৪ বছরে আর্থ-সামাজিক প্রতিটি খাতেই অনন্য অর্জন সাধিত হয়েছে। অক্লান্ত পরিশ্রমের সুফল জনগণ পাচ্ছে। সরকারের শুরুতেই ভঙ্গুর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা পুনর্গঠনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে তাৎক্ষণিক, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচী নেই। আমরা পুরাতন বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো সংস্কার করি। দ্রুত চাহিদা পূরণে রেন্টাল ও কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণকে অগ্রাধিকার দেই। বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করি। পাশাপাশি বড় বড় বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করি। এরই মধ্যে সরকারি ও বেসরকারি খাতে প্রায় ৮ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ হয়েছে।

ইতোমধ্যে ৫২টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে প্রায় ৩৬৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যুক্ত হয়েছে। আমরা সর্বোচ্চ ৬৩৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম হয়েছি। আমাদের উৎপাদন সামর্থ্য ৮৪২৫ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। আমরা আমাদের

নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির চেয়ে বেশী বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছি। ৫৮ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ ব্যবহারের আতওায় এসেছে। ২৫ লাখ নতুন গ্রাহককে বিদ্যুৎ দেয়া হয়েছে যাদের অধিকাংশই গ্রামাঞ্চলে বাস করে।

জাতীয় প্রয়োজনে উৎপাদনে রেশনিং করতে হয়। তাই এখনো কিছুটা লোডশেডিং আছে। আমরা আরো বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করছি। পাশাপাশি ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানির উদ্যোগ নিয়েছি। নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনকে উৎসাহিত করছি।

আমরা প্রতিটি এক হাজার মেগাওয়াট ক্ষমতার দুইটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেছি।

উৎপাদনের পাশাপাশি বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়নেও কাজ করা হচ্ছে। উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন সিলেট-কালিয়াকৈর, চট্টগ্রাম-মেঘনাঘাট, খুলনা-আমিনবাজার ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ-ভারত ৪০০ কেভি আন্তঃসংযোগ লাইন ও উপকেন্দ্র নির্মাণ শুরু হয়েছে।

সুধিবৃন্দ,

বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সকলকেই বিদ্যুৎ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হতে হবে। তাই দেশবাসীর কাছে আমার আবেদন, আমরা যেন বিদ্যুৎ অপচয় না করি এবং বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হই।

আমরা কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, গ্রামীণ উন্নয়ন, ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাসহ আর্থ-সামাজিক প্রতিটি খাতে ব্যাপক উন্নতি করেছি।

বিশ্বমন্দা সত্ত্বেও আমাদের সামষ্টিক অর্থনীতির প্রতিটি সূচকেই অত্যন্ত ইতিবাচক ধারা অব্যাহত আছে। গড়ে সাড়ে ছয় শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্যে ১১তম এবং দক্ষিণ এশিয়ায় তৃতীয় শীর্ষ প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দেশ। প্রবাসী আয়ে প্রায় ১২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। নতুন নতুন বাজার উন্মুক্ত হচ্ছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ প্রায় ১২ বিলিয়ন ডলার। রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি অব্যাহত আছে। দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ বাড়ছে। গভীর সমুদ্রে গ্যাস অনুসন্ধানের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে।

আমরা ব্যাপক-ভিত্তিক প্রবৃদ্ধি কৌশল বাস্তবায়ন করেছি। ফলে দেশের সর্বত্র সমভাবে উন্নয়ন হয়েছে। মঙ্গা দূরীভূত হয়েছে। পাঁচ কোটির বেশী মানুষ নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্তে উঠে এসেছে।

সামাজিক খাতে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। দারিদ্র্য দ্রুত হ্রাস পেয়েছে। নারী ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে। প্রায় ১৫ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। মানুষের আয়-রোজগার বেড়েছে। শিক্ষার হার বেড়েছে। প্রশিক্ষণ ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে ব্যাপক আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়েছে। কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। সেচের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে। এমডিজি পূরণ হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পথে দেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে।

বিশ্বের নামকরা আর্থিক ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ভূয়সী প্রশংসা করলেও দেশের কোনো উন্নয়নই বিরোধী দলের চোখে পড়ে না। তারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকাজ বন্ধ করতে উঠেপড়ে লেগেছে। কোনো ষড়যন্ত্রই বিচারকাজ বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না।

সুধিমন্ডলী,

আমরা ২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, আধুনিক, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করতে চাই। সেই লক্ষ্য অর্জনে দেশের প্রতিটি মানুষকে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আত্মনিয়োগ করার আহবান জানাচ্ছি।

ঢাকার আশেপাশে শিল্প-কারখানা বাড়ছে। ফলে কেরানীগঞ্জসহ এসব এলাকায় বিদ্যুতের চাহিদা দ্রুত বাড়ছে। নবনির্মিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি এ বর্ধিত চাহিদা মেটানোর মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এ প্রত্যাশা করে আমি ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...